যুগান্তর

তারিখ ... 24 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

# ভর্তি পরীক্ষায় সমন্বয়হীনতা

## অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার যে পদ্ধতি চালু রয়েছে, তা বড় ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। প্রশ্নগুলো নিঃসন্দেহে যৌক্তিক। বর্তমান পদ্ধতিতে একই দিনে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একই বিভাগের ভর্তি পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ পরীক্ষাগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই সময়ে, আবার কোনো ক্ষেত্রে সকাল-বিকাল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই এতে শিক্ষার্থীদের ওপর নেমে আসছে মানসিক চাপ ও দুর্ভোগ। আবার অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই বলে ভর্তিচ্ছুদের ছুটে বেড়াতে হচ্ছে দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। এতে অভিভাবকদের শুধু হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে না, তাদের সহ্য করতে হচ্ছে আর্থিক চাপ। কথা এখানেই শেষ নয়, সমন্বয়হীনতার প্রশ্নে তৈরি হচ্ছে অসঙ্গতিও। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে একই বিভাগের প্রশ্নের ধরনে রয়েছে ভিন্নতা। কোথাও পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে এমসিকিউভিত্তিক প্রশ্নে, কোথাও বা প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে রচনাভিত্তিক। ফলে মেধা যাচাই অর্থাৎ যোগ্য প্রার্থী বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন ঘটছে না। আবার এবারের ভর্তি পরীক্ষায় যুক্ত হয়েছে নতুন হতাশা। কোনো কোনো পরীক্ষার প্রশ্ন প্রণয়নে ছিল অবহেলার ছাপ। প্রশ্ন সংখ্যার তারতম্য ও বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন হুবহু তুলে দেয়ার মতো ঘটনাও ঘটেছে।

অতঃপর দুটি মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপিত হতেই পারে। এক. বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা যে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন, তা কর্তৃপক্ষগুলো উপলব্ধি করছে কিনা। দুই. বর্তমান পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতার যে আয়োজন, তাতে সত্যিকারের যোগ্যরা ভর্তি হতে পারছে কিনা। দুটি প্রশ্নের উত্তরই 'না'বোধক হতে বাধ্য। অথচ সমস্যাটির সমাধান মোটেও আয়ত্তের বাইরে নয়। এমবিবিএস ও বিডিএসের ভর্তি পরীক্ষার কথাই ধরা যাক। বেশ কয়েক বছর ধরে সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এই দুটি কোর্সে একটি অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে। এ দুটি ক্ষেত্রে যদি এটা সম্ভব হয়ে থাকে, অন্যান্য ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় কেন? ইউজিসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যথার্থই বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা এখন একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যে বলছেন সরকার ও ইউজিসি চেষ্টা করেও একটি অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষার আয়োজন করতে পারছে না, এই ব্যর্থতার কারণ কী? এটা কি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষগুলোর সে ফ গাফিলতি, নাকি এর পেছনে রয়েছে কোনো দুরভিসন্ধি? বর্তমান পদ্ধতি কি তাহলে কর্তৃপক্ষগুলোর বাড়তি আয়ের কোনো সুযোগ তৈরি করছে? দেশে ভর্তি পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট কোনো ফি কাঠামো নেই এবং এই সুযোগে যে যার মতো করে ফি নির্ধারণ করে চলেছে।

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি পরীক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা দরকার। এতে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ের কাজটিই শুধু সুসম্পন্ন হবে না, দূর হবে ভোগান্তি। আমরা দেখছি, বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানেও অযৌক্তিক ঘটনা ঘটছে। এখানে শর্তারোপ করে আবেদন নেয়ার পরও সবাইকে ভর্তি পরীক্ষায় বসতে দেয়া হয় না। এর মধ্যে একটি ভালো কাজ হয়েছে অবশ্য। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ভর্তি পরীক্ষায় যাদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না, তাদের ফি ফেরত দেয়া হবে। আমরা চাইব, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয়হীনতাসহ সব অসঙ্গতি দূর করা হবে।